দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

23

(২৭)

আশেপাশে-প্রতিদিন

অন্ধ সরোয়ার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে

॥ অলি হাওলাদার ॥

গত ১৬ মার্চ বৃহস্পতিবার দেশের ৪টি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এতে ৪ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জীবনে এসএসসি পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘ দিনের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতিরূপী এই পরীক্ষায় তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রধানতঃ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর অঙ্গনের প্রবেশদ্বার হিসেবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলকেই বুঝায়। বলতে গেলে এসএসসি পরীক্ষা প্রায় একটানা একযুগ প্রস্তুতির মূল্যায়ন প্রচেষ্টা। যার পূর্বপ্রস্তুতি ভাল ছিল, পরীক্ষা শেষে নিয়ম অনুযায়ী তার ফলাফল সন্তোষজনক হবে। যার প্রস্তুতি ভাল ছিল না, অনুরূপভাবে তার ফলাফলও খারাপ হবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা চলে, ভাল প্রস্তুতির বিষয়টির অনেকখানি মূলতঃ পরীক্ষার্থীর সদিচ্ছা ও দূরদর্শিতার উপরও নির্ভরশীল। যেহেতু বিশেষ করে, সার্টিফিকেটের কথায় ভাল কাজে শরীক হতে গেলে ভাল সার্টিফিকেট থাকা যেমন জরুরী, অনুরূপভাবে ভাল সার্টিফিকেট অর্জনের তাগিদে ভালভাবে লেখাপড়া করাই শর্ত। এটা কাউকে অনেক বলার পরেও যেমন নিরর্থক হয়, অপরদিকে অনেককে বলার জন্য সরাসরি কিংবা উপযাচক হয়ে সহযোগিতা দেবার মত কেউ না থাকা সত্ত্বেও তারা আপন মনে বিষয়টি আবিষ্কার করে নেয়। যে কারণে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে অনেককে ঘরে-বাইরে বাড়তি শ্রম নিবেদন করতে দেখি। আবার অনেক অন্ধ পঙ্গু এককথায় প্রতিবন্দী অনেকেও অনেক কষ্ট স্বীকার করে লেখা-পড়া করেন; পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মেধার পরিচয়ও রাখেন। হাত নেই— তাই পা দিয়ে লেখেন, অন্ধ দেখতে পান না বলে পরীক্ষার খাতায় নীচের ক্লাশের কাউকে দিয়ে লেখাতে হয়। চেতনাবোধ কতটা জাগ্রত হলে এমনতর ধৈর্য ও সদিচ্ছার পরিচয় রাখা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। তাই যারা সময়ের এবং জীবনের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট যুগে যুগে তাদের মত কেউ কেউ পরীক্ষায় ভাল ফলাফল নিয়ে সমাজের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধনে সক্ষম হচ্ছেন। আর যারা অবমূল্যায়নের কারণ ঘটায়, তারাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের পথ খোঁজে যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু তারা সন্তোষজনকভাবে কোন কাজ সম্পাদনের দৃষ্টান্ত রাখতে ব্যর্থ হন। চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে। এমন একটি খবর কতখানি দুঃখজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এবারের এই পরীক্ষায় অনেক অসহায় পরীক্ষার্থীর মত ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সরোয়ার নামের এই পরীক্ষার্থীর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তার দু'টি চোখ অন্ধ। অন্ধ সরোয়ার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে তাকে যে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সরওয়ার তার পরিবার-পরিজন ও সমাজের কাছ থেকে কতটা সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে, তা জানা না গেলেও সে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা থেকে সুস্থদেহী ও চক্ষুষ্মান ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক কিছু শেখার আছে।